সম্পত্তি ফিরে পেতে মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন
ফাঁসির আদেশ বাবা ও সৎ মায়ের

আরামবাগ আদালতে নিমাই শাসমল।

পূর্ণিমা শাসমল। ছবি- নিজস্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ মেয়েকে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগে আদালত ফাঁসির আদেশ দিল বাবা ও সৎ মাকে। মঙ্গলবার হুগলির আরামবাগ মহকুমা আদালতে এ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট শেসন সেকেণ্ড কোর্টের বিচারক শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দু'জনের ফাঁসির আদেশ দেন। দুই আসামী হল নিমাই শাসমল ও পূর্ণিমা শাসমল। পূর্ণিমা হল নিমাইয়ের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী। বাড়ি হুগলির খানাকুলের কুড়কুড়ি গ্রামে। জানা গেছে, ২০১১ সালের ৩০ মে খুন হয় নিমাই শাসমলের ছোট মেয়ে দেবযানী শাসমল (১৪)। নিমাইয়ের প্রথম পক্ষের স্ত্রী রেবা শাসমল। তাঁদের দুই মেয়ে। বড় মেয়ে কুমকুম তাঁর মামাবাড়ি খানাকুলেরই কনকপুরে থাকতেন। ঘটনার ৯ বছর আগে মারা যান রেবাদেবী। জানা গেছে, অতিরিক্ত পণের জন্য তাঁকে নিমাই ও তার পরিবারের অন্যান্যরা মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করত। সেই নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে রেবাদেবী গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আত্মহত্যা করেন। তখন গ্রামবাসীদের চাপে নিমাই তাদের ২০কাঠা সম্পত্তি দুই মেয়ের নামে লিখে দিতে বাধ্য হয়। এই ঘটনা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি নিমাই। এরপর রেবাদেবীর মৃত্যুর ৩ মাস পর নিমাই দ্বিতীয়বার পূর্ণিমাকে বিয়ে করে। তাদের এক ছেলেও আছে। পূর্ণিমা তখন ওই সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার জন্য স্বামীকে চাপ দিতে থাকে। দিনের পর দিন সৎমা পূর্ণিমা দেবযানীর উপর মানসিক অত্যাচার চালাতে থাকে। তখন নিমাইও ওই সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার জন্য পূর্ণিমার সঙ্গে একজোট হয়ে ফন্দি আঁটে। তারা ছোট মেয়ে দেবযানীকে খুনের পরিকল্পনা করে। সেই মতো ঘটনার দিন দুজনে ঘরের মধ্যে দেবযানীকে গলায় ওড়নার ফাঁস দিয়ে দুপুরবেলা শ্বাসরোধ করে নৃশংসভাবে মেরে ফেলে। এই ঘটনায় দেবযানীর মামা অমর আদক খানাকুল থানায় নিমাই ও পূর্ণিমার বিরুদ্ধে দেবযানীকে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগে তদন্ত নেমে পুলিশ গ্রেফতার করে নিমাই ও পূর্ণিমাকে। তারপর থেকে শুরু হয় বিচার প্রক্রিয়া। সেই থেকেই বিষয়টি নিয়ে আরামবাগ মহকুমা আদালতে শুনানি চলছিল। মঙ্গলবার বিচার প্রক্রিয়ার শেষে বিচারক অভিযুক্ত দুজনকেই ফাঁসির আদেশ দেন। এ বিষয়ে সরকার পক্ষের আইনজীবী নবকুমার মজুমদার জানান, ১২জনের সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এ বিচার প্রক্রিয়া শেষ হয়। এছাড়াও পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট সিদ্ধান্ত নিতে অনেক সাহায্য করেছে। এইসব সমস্ত প্রমাণ খতিয়ে বিচারক এই রায় দিয়েছেন। অন্যদিকে দেবযানীর মামা অমর আদক জানান, বোন ও ভাগ্নিকে আর কোনওদিনই ফিরে পাব না। তবে আজকের এই রায়ে আমরা খুব খুশি। ওদের দুজনের আত্মা শান্তি পাবে।

মহাসমারোহে কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে শোভাযাত্রা। (ইনসেটে) শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে শ্রদ্ধা। ছবি- সঞ্জীব ঘোষ।

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাট থানার কামারপুকুর গ্রাম বর্তমানে আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্র। তাই ১৮২ বছর আগে ফাল্গুনী শুক্লার দ্বিতীয়া তিথিতে এই তীর্থক্ষেত্রের সূচনা হয়। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলার ১২৪২ সালে ৬ই ফাল্গুন বুধবার অনন্ত শক্তির অধিকারী ভগবান ছোট্ট শিশুরূপে জন্ম নিয়েছিলেন গরিব বাহ্মণ পরিবারের ঢেঁকিশালায়। জন্মেই তিনি গড়িয়ে গড়িয়ে উনুনের মধ্যে ঢুকে বিভূতি মেখে নিয়েছিলেন। মঙ্গলবার জন্মতিথি উপলক্ষ্যে কামারপুকুর গ্রাম বেশ কিছুদিন ধরেই সেজে উঠেছে। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের পরিচালনায় এদিন ভোরে শুরু হয় ঠাকুরের উদ্দেশ্যে মঙ্গলারতি, বেদমন্ত্র পাঠ, স্তব গান, ঠাকুরের পুঁথিপাঠ ইত্যাদি। সাড়ে ৭টায় শুরু হয় একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন হাজার হাজার পুরুষ ও মহিলা। কামারপুকুরের স্থানীয় ক্লাব ভি এস বি, বিবেকানন্দ যুবক সংঘ, ইয়ংবেঙ্গল, বিবেকানন্দ জন্ম সার্ধশতবর্ষ কমিটি, কামারপুকুর নয়নতারা বালিকা বিদ্যালয়ের কয়েকশ ছাত্রী, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের কয়েকশ ছাত্রছাত্রী, সাতবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়, বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ অন্যান্য স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েরা এদিন শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। শোভাযাত্রার অন্যতম আকর্ষণ ছিল ঘট নিয়ে মহিলাদের উপস্থিতি এবং কামারপুকুর ব্রতচারী মণ্ডলীর রণপা নৃত্য। শোভাযাত্রাটি কামারপুকুর হাটতলা, কামারপুকুর চটী হয়ে কামারপুকুর মঠে শেষ হয়। এদিন প্রায় ১৫ হাজার মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি চলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। ভক্তিগীতি পরিচালনা করেন গৌতম অধিকারী, বাউল পরিবেশন করেন গিরিশ বাউল, কীর্তন পরিবেশন করেন অখিলবন্ধু চট্টোপাধ্যায়। ঠাকুর সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী মহারাজ। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় যাত্রাপালা 'সম্ভবামী যুগে যুগে'। এই অনুষ্ঠান চলবে আগামী ২ মার্চ পর্যন্ত। এই উপলক্ষ্যে একপক্ষকাল ব্যাপী মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী লোকোত্তরানন্দজী মহারাজ জানালেন, এবার ভক্ত সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই বেশি। কলির তীর্থ কামারপুকুর বর্তমানে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে। আমরা এবার ভেবেছিলাম মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ভক্ত সংখ্যা কম হবে। কিন্তু উল্টো জিনিস ঘটেছে। এবার ভক্ত সংখ্যা অন্যান্য বারের তুলনায় বেশি।

আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দারও এদিন প্রসাদ গ্রহণ করেন। এস ডি পি ও, সি আই, ওসি সবাই উপস্থিত থেকে বিভিন্ন রকমভাবে সাহায্য করেছেন। কামারপুকুর মঠ ছাড়াও এদিন ধনীমাতার মন্দির, পাইন বাড়িতে দিনটি মহাসমারোহে পালিত হয়। সব জায়গাতে সি সি ক্যামেরা লাগানো সত্ত্বেও এদিন পাঁচটি সোনার হার ছিনতাই হয়েছে বলে খবর।

বালি চুরি বন্ধে বসল সি সি ক্যামেরা

বালি খাদে চুরি রুখতে সিসিটিভি।

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ আরামবাগ মহকুমা জুড়ে বেআইনিভাবে বালি চুরি চলছেই। প্রশাসন বিভিন্নভাবে এই বালি চুরি বন্ধের চেষ্টা করলেও তা পুরোপুরি বন্ধ হচ্ছে না। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারে বারেই এই বালিচুরি বন্ধের অভিযান চালানো হচ্ছে। কখনও রাস্তার উপর বালির গাড়িতে নজরদারি চালিয়ে অভিযান চালানো হচ্ছে বা কখনও বালি খাদানের সরাসরি গিয়ে বালিসহ লরি বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। কিন্তু বালি মাফিয়ারাও তাদের বালি চুরির পদ্ধতি পাল্টে ফেলছে। তারা ট্রাকের বদলে কোথাও নৌকায় করে বা আবার রুট বদল করে বালি চুরি করছে। যেমন খানাকুল এলাকায় মুন্ডেশ্বরী ও রূপনারায়ণে বালি চুরির জন্য তারা পশ্চিম মেদিনীপুরের দিক থেকে এসে নৌকায় করে বালি চুরি করে পালাচ্ছে। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তাদের ধরতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। গোঘাটের কুমারগঞ্জ এলাকাতেও দ্বারকেশ্বর নদেও একইভাবে বালি চুরি চলছে। বর্ধমানের একলক্ষীর দিক থেকে ট্রাক নেমে গোঘাটের এলাকা থেকে বালি নিয়ে আবার বর্ধমানের দিকেই চম্পট দিচ্ছে। পুরশুড়ার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা। সেক্ষেত্রে বালি মাফিয়ারা পুরশুড়ার রাস্তা ব্যবহার না করে তারকেশ্বরের দিক থেকে ঢুকছে। তারপর বালি নিয়ে আবার কাঁড়ারিয়া হয়ে কোলকাতা ও শহরতলিতে বালি পাচারের জন্য নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে তারা প্রশাসনকে নাজেহাল করে ছাড়ছে। কারণ এই সমস্ত এলাকায় দুই থানা বা দুই জেলার মধ্যে প্রশাসনিক কর্তাদের সমন্বয়ের অভাবে সুযোগ নিচ্ছে তারা। তাই এবার আরামবাগ মহকুমা প্রশাসন বালি খাদানে সিসি টিভি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যেই যে সমস্ত বালিখাদগুলির টেন্ডার হয়ে গেছে সেখানেতে সিসি টিভি বসানো হয়েছে। এছাড়াও নজরদারির জন্য সেখানে ভিলেজ পুলিশ ও সিভিক ভলেনটিয়ার নিয়োগ করা হয়েছে। এরফলে বালি খাদানের মালিক কতটা এলাকা জুড়ে বালি তুলছে এবং মালিকের অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ বালি তুলে পাচার করছে কিনা তাও ক্যামেরায় ধরা পড়বে।

নরসিংহবাটীতে রামকৃষ্ণ জন্মতিথি

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৮২তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে হুগলির বেঙ্গাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নরসিংহবাটিতে শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবায়নের উদ্যোগে সারাদিনব্যাপি নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে মঙ্গলারতি ও প্রভাতফেরির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর ঠাকুর, মা, স্বামীজির বিশেষ পূজা ও ভোগরাতির আয়োজন করা হয়। এরপর অনুষ্ঠিত হয় হোমযজ্ঞের। দুপুরে উপস্থিত ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকালে স্থানীয় দুঃস্থ ও গরিব মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বস্ত্র। এছাড়াও অনুষ্ঠিত হয় এক ধর্মসভা। উপস্থিত ছিলেন গৌরহাটীর আনন্দ আশ্রমের স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ এবং কোতুলপুরের কোয়ালপাড়ার বিবেকানন্দ আবাসিক বিদ্যামন্দিরের স্বামী সারদাত্মানন্দজী মহারাজ। সন্ধ্যায় আরতি অনুষ্ঠিত হয়। পরে খানাকুলের কৃষ্ণনগরের কাঞ্চন কর্মকার ও সম্প্রদায়ের পালাকীর্তনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বৌমা খুনে শাশুড়ির যাবজ্জীবন

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ পনের দাবিতে বৌমাকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে শাশুড়িকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিল চন্দননগর আদালত। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হুগলির জাঙ্গিপাড়ার কোটালপুরের রাকিবা বেগমের বিয়ে হয় হরিপালের সিপাইগাছির সইদুল ইসলামের সাথে। বিয়ের পর থেকেই পনের দাবিতে অত্যাচার চলতে থাকে সইদুলের পরিবার। রাকিবার শ্বশুরবাড়ির তরফে রাকিবার বাপের বাড়ির কাছে ১ লক্ষ টাকা পণ দাবি করা হয়। সেই টাকা দিতে না পারায় অত্যাচার চরমমাত্রায় পৌঁছায়। ২০১২ সালের ৫ জুলাই রাকিবার শাশুড়ি মনসুরা বেগমসহ শ্বশুরবাড়ির আরও কয়েকজন রাকিবাকে একটি ঘরে বন্ধ করে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেয়। রাকিবার মৃত্যুকালীন জবানবন্দীর ভিত্তিতে রাকিবার শাশুড়ি মনসুরা বেগমকে গ্রেফতার করে হরিপাল থানার পুলিশ। তাকে দোষী সাব্যস্ত করে চন্দননগর আদালতের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক বিমলকান্তি বেরা। মঙ্গলবার তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শোনান।

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ হুগলির মগরা থেকে তারকেশ্বরে ফেরার পথে চন্দননগর-দিল্লী রোডে শ্বেতপুর মোড়ের কাছে দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। আহত হলেন দুজন। মৃত ব্যক্তির নাম কুনাল ঘোষ (২৬)। আহত দুজন হলেন পীযূষ ভৌমিক ও সৌমেন চিন্না। এদের সকলেরই বাড়ি হুগলির তারকেশ্বরে। ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ গিয়ে দুটি গাড়িকে আটক করেছে।

খানাকুল হাসপাতালে মাধ্যমিক অনামিকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে এসে পরীক্ষাকেন্দ্রে অসুস্থ হয়ে পড়ল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। অসুস্থ ওই পরীক্ষার্থীকে খানাকুল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে কিছুক্ষণ পর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মতো ওই পরীক্ষার্থীকে হাসপাতালে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় বলে খবর। জানা গেছে, খানাকুলের মোস্তাফাপুর গান্ধী হাইস্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, অনামিকা মাইতি জয়রামপুর পঞ্চানন চক্রবর্তী বিদ্যাপীঠে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। প্রথম কয়েকদিন কোনও অঘটন না ঘটলেও মঙ্গলবার সকাল থেকে অনামিকার শরীর অসুস্থ ছিল বলে দাবি তার ভাই অর্ণব মাইতির। অসুস্থ শরীর নিয়ে পরীক্ষা দিতে এসে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করার সময় হঠাৎই মাথা ঘুরে পড়ে যায় সে। ঘটনার জেরে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আসেন ওই স্কুলে

কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মী ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা। এরপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় খানাকুল হাসপাতালে। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ চিকিৎসা চলার পর অবশেষে কিছুটা সুস্থ হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাসপাতালেরই একটি ঘরে ওই পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অতিরিক্ত মানসিক চাপের ফলে এই বিপত্তি বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। এই প্রসঙ্গে অনামিকা জানান, পরীক্ষা নিয়ে একটু টেনশনতো ছিলই। এদিন পরীক্ষা দিতে এসে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় হঠাৎ মাথা ঘুরে যায়। তারপর আর কিছু মনে নেই। হাসপাতালে এসে জ্ঞান ফেরে। তারপরেই মনে হচ্ছিল আমার একটা বছর নষ্ট হয়ে গেলে। এখন শরীর খুব দুর্বল। কিন্তু এখানে পরীক্ষা দিতে পেরে আমি খুশি।

চাকরি দেওয়ার নাম করে শ্লীলতাহানির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ এক গৃহবধূকে একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ডেকে এনে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির বালি গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওয়ানগঞ্জ বাজার এলাকায়। ওই গ্রামেই অভিযুক্ত যুবকের বাড়ি। জানা গেছে, ওই যুবক একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের নিরাপত্তাকর্মী। তাদের বাড়িতেই ব্যাঙ্কটি ভাড়া নিয়ে সপ্তাহখানেক আগে শাখা খুলেছে। এছাড়াও ওই ব্যাঙ্ক লাগোয়া তাদের একটি লজও আছে। অভিযোগ, যুবকটি নাকি ওই অঞ্চলেরই জগৎপুর গ্রামের এক গৃহবধূকে ওই ব্যাঙ্কে টাকার বিনিময়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এর জন্য ওই গৃহবধূর কাছে ৫০ হাজার টাকা দাবি করেছিল। আগের কথা মতো মঙ্গলবার সকালে ওই গৃহবধূ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ স্বামী ও মামাকে সঙ্গে নিয়ে ওই যুবকের বাড়িতে যান। যুবক তাঁদেরকে বাড়ি সংলগ্ন তাদের লজে নিয়ে যায়। মামাকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জেরক্স করে আনতে পাঠায়। এরপর ওই গৃহবধূকে ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত আলোচনার জন্য লজের উপরে নিয়ে যায়। নিচে দাঁড় করিয়ে রাখে স্বামীকে। কিছুক্ষণ পর স্ত্রী ছুটতে ছুটতে নিচে নেমে আসেন। তিনি জানান, যুবক তাঁর শ্লীলতাহানি করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ওই গৃহবধূর স্বামী বিষয়টি ফোনে গ্রামবাসীদের জানান। এরপর গ্রামের মানুষ চড়াও হয় যুবকের বাড়িতে। তার বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয়। খবর দেওয়া হয় গোঘাট থানায়।

এরপর পুলিশ পৌঁছালে তাদেরকে ঘিরেও গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখা শুরু করে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে যুবকেরা ওই লজে অবৈধ কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও যুবকের বিরুদ্ধে এর আগেও বেশ কয়েকবার নানা অভিযোগ উঠেছে। তারপরেও পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেনি। এ নিয়ে পুলিশকে গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। যদিও পুলিশ যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ হুগলির শ্রীরামপুরের যুবক সায়র করের রহস্যমৃত্যু তদন্তে অখুশি পরিবার। সিআইডি তদন্তের দাবী সায়রের বাবা রতন করের। ছেলের মৃত্যুর সঠিক তদন্ত চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হতে চান বলে জানান রতনবাবু। অন্যদিকে শেওড়াফুলি জি আর পি মঙ্গলবার শ্রীরামপুর আদালতে গোপন জবানবন্দী দিতে নিয়ে আসেন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শ্যাম কুমার পাশোয়ানকে। রিষড়া ২নং রেল গেট এলাকার বাসিন্দা শ্যামকুমার পাশোয়ান ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে জিআরপির দাবি। জবানবন্দী ঘিরে আদালত থেকে বেরোনোর সময় শ্যামকুমার সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের উত্তর দেননি।

শ্রীরামপুরে নরকঙ্কাল উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ শ্রীরামপুরে হলিহোম স্কুলের পিছনে গঙ্গার পাড় থেকে একটি নরকঙ্কাল উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়াল। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে কঙ্কালটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। শ্রীরামপুর থানার পুলিশ কঙ্কালটি উদ্ধার করে। পুলিশের অনুমান অনেকদিন আগেই গঙ্গায় ভেসে এসে এখানে রয়ে যায় অথবা পাড়ে কেউ মৃতদেহ পুঁতে দিয়ে থাকতে পারে। জল মাটি ধুয়ে সেই কঙ্কালটি বেড়িয়ে পড়েছে।

উল্টে গেল মাধ্যমিকের উত্তরপত্রের গাড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ মাধ্যমিকের উত্তরপত্র নিয়ে জমা দিতে যাওয়ার পথে উল্টে গেল গাড়ি। মঙ্গলবার বিকালে আরামবাগ-বর্ধমান রোডের চাঁদুর এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গেছে, গোঘাটের ৫টি স্কুলের অঙ্ক ও ভূগোলের উত্তরপত্র নিয়ে বালি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কাজলচন্দ্র দে, সহশিক্ষক সৌরভকান্তি দে এবং দুই পুলিশ কর্মী অরুণ দে ও প্রদ্যুতকুমার বিশ্বাস বর্ধমান যাচ্ছিলেন। তখন গাড়িটি বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। চালক শুভঙ্কর অধিকারী সহ পাঁচজনই আহত হন। দমকলবাহিনী ও পুলিশ তাঁদের আরামবাগ হাসপাতালে ভর্তি করে। উত্তরপত্রগুলি সুরক্ষিত আছে।

ফিরছেন বাংলাদেশের জেসমিনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ পাঁচ বছর হোমে কাটানোর পর আদালতের নির্দেশে এবার বাংলাদেশের বাড়িতে ২৫ বছরের জেসমিনা আকতার। গত ১০ এপ্রিল, ২০১২ চণ্ডীতলা থানার জলাপাড়া এলাকায় জেসমিনাকে সন্দেহজনকভাবে ঘুরতে দেখেন এলাকার মানুষ। তারপর তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেন গ্রামবাসীরা। পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে জেসমিনার বাড়ি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায়। তাঁকে কাজ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বনগাঁর রঞ্জিত সরকার নামে এক ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসে। রঞ্জিত জেসমিনাকে ব্যাঙ্গোলরে বিক্রি করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছিল। তদন্ত নেমে পুলিশ রঞ্জিতকে গ্রেফতার করে। কিন্তু পরে রঞ্জিত জামিনে ছাড়াও পেয়ে যায়। কিন্তু ওই যুবতী বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ায় তাঁর স্থান হয় হোমে। এরপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ভারতীয় হাই কমিশন ও বাংলাদেশের হাই কমিশনারের মাধ্যমে কুমিল্লার বাড়িতে যোগাযোগ করা হয়। মঙ্গলবার সরকারি আইনিজীবী অরুণ আগওয়াল জানান, আজ ওই কিশোরী সাক্ষ্যগ্রহণের পর বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত। তিনি আরও জানান, হোমের মাধ্যমে বাংলাদেশের হাই কমিশনের সহযোগিতায় তাঁকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং পরবর্তীকালে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার পর আদালতে পুনরায় রিপোর্ট জানাতে হবে বলে বিচারক নির্দেশ দেন।

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্ট রোড, হুগলী
Ph. 03211-256950, Mob. 9732843677
স্পাইরাল 3D মাল্টিস্লাইস
সিটিস্ক্যান